যুগান্তর

২৯/৬/২০০৩
তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সরকারি বই ক্রয়ে অনিয়ম

অন্যায় পথে অর্থ উপার্জন এই দেশের বহু লোকের মজ্জাগত হইয়া গিয়াছে
এক সময় পণ্যসামগ্রীর উৎপাদন, বণ্টন, ব্যবসা ও ঠিকাদারিকে কেন
করিয়াই অন্যায় ও বেআইনি কর্মকাণ্ড বেশি ঘটিত। এখন ইহার পরি
দ্ধিবৃত্তিক কার্যক্রম পর্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছে। এই ক্ষেত্রেও অতীতে অনিয়ম
নৈতিক কাজ যে একেবারে হয় নাই তাহা নহে। তবে উহা মাত্রা ছাড়াইয়া যাই
া। কিন্তু বর্তমানে উহা চরমে পৌঁছিয়াছে। জাতীয় সংসদে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসি
বভিন্ন সময় যেই সকল বক্তব্য পেশ করিয়াছেন সেইগুলি সংকলন করিয়া ব
াকারে প্রকাশ করা হইয়াছে। বইটির শিরোনাম 'আমরা জনগণের কথা বল
এসেছি'। প্রথম প্রকাশের সময় এই বইয়ের লেখক বা সংকলক হিসাবে দেখা
হইয়াছে একজন মহিলা এমপিকে। কিন্তু সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্বাচিত বইয়ে
তালিকায় এই পুস্তকটির লেখক দেখানো হইয়াছে খোদ প্রধানমন্ত্রীকে। বইটি প্রকা
করিয়াছে আগামী প্রকাশনী। প্রধানমন্ত্রী নিজের বক্তৃতার সংকলন নিজের নামে প্রকা
করিতে পারেন। ইহা তাহার অধিকার। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে প্রথমবার সংকল
হিসাবে দেখানো হইয়াছে একজন এমপিকে, দ্বিতীয়বার প্রধানমন্ত্রীকে। ইহা কতটু
সঙ্গত হইয়াছে ইহাই প্রশ্ন। সর্বোপরি বইটি সরকারি অর্থে ক্রয়ের জন্য তালিকাভু
হইয়াছে। সুতরাং বিষয়টির পিছনে প্রকাশকের অন্য অভিসন্ধি থাকাই স্বাভাবিক
সুখের বিষয়, প্রধানমন্ত্রীর অফিস হইতে বিষয়টি তদন্ত করিয়া ব্যবস্থা লওয়ার নির্দে
দেওয়া হইয়াছে। তদনুসারে দুর্নীতি দমন বিভাগ জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের পরিচালকে
বই ক্রয়ের ফাইল জব্দ করিবার নির্দেশ দিয়াছে।

সমস্যা কেবল এই বইটি লইয়াই নহে। একজন তথ্য কর্মকর্তা রচিত ১৪টি বই এ
প্রকল্পে ক্রয়ের জন্য নির্বাচিত হইয়াছে। এই তথ্য কর্মকর্তা নিশ্চয়ই বাহাদুর অতিশ
যিনি দাফতরিক দায়িত্ব পালন করিবার পরও অতি স্বল্প সময়ে ১৪ খানা গ্রন্থ রচনা
সময় বাহির করিতে পারিয়াছেন। না পড়িয়াও এই সকল গ্রন্থের মান অনুমান ক
দুঃসাধ্য নহে। অন্যদিকে একই লেখকের ১৪টি বই সরকারি অর্থে ক্রয়ের সিদ্ধা
স্বাভাবিক ও সঙ্গত নহে। কিভাবে একজন লেখকের ১৪টি গ্রন্থ নির্বাচিত হইল, সে
প্রশ্ন করাই যায়। গ্রন্থ নির্বাচনের জন্য যেই সকল নিয়ম-নীতি নির্ধারণ করা হইয়া
অনেক গ্রন্থ নির্বাচনের ক্ষেত্রেই তাহা অনুসৃত হয় নাই। শিক্ষা মন্ত্রণালয় গ্র
নির্বাচনের শর্তের একটি ছক বাঁধিয়া দিয়াছে। কিন্তু সেই ছকের বাহিরে অনেক ব
অনুমোদন লাভ করিয়াছে। অনুমোদিত গ্রন্থের মধ্যে বেশ কয়েকটি কমিটি
সদস্যদের রচনা। ইহার সবগুলির মান হয়তো খারাপ নহে। কিন্তু কমিটির সদস্য
নিজেদের রচনার ব্যাপারে নিরপেক্ষ ও নীতিনিষ্ঠ হইতে পারিয়াছেন তাহা বলা যাই
না। সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবর হইতে যেই সকল তথ্য পাওয়া যাইতেছে উহ
নিরিখে বলা যায় বর্তমান কমিটি দিয়া বই নির্বাচনের কাজটি সুষ্ঠুভাবে নিষ্পন্ন হ
নাই। অতএব এই নির্বাচন বাতিল করিয়া বর্তমান কমিটি ভাঙ্গিয়া দিয়া নূতন কমি
গঠন করিয়া উহার মাধ্যমে নতুনভাবে পুস্তক নির্বাচন করিতে হইবে।